৮৭ শিক্ষার্থীসহ ১২৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল

আদালত প্রতিবেদক
২৪ জুন ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৪ জুন ২০১৯ ০৮:৪৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ভর্তি পরীক্ষার ‘ঘ’ ইউনিটের প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় রাজধানীর শাহবাগ থানার দুটি মামলায় ৮৭ শিক্ষার্থীসহ ১২৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। দেড় বছরের বেশি সময় ধরে তদন্ত শেষে গতকাল রবিবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার সুমন কুমার দাস এ চার্জশিট দাখিল করেন।

আদালতের শাহবাগ থানার জিআরও এসআই নিজাম উদ্দিন বলেন, ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৬৩ ধারায় একটি এবং ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের ৯(খ) ধারায় একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। উভয় চার্জশিটে আসামি ১২৪ জন।

এ ছাড়া ১ জন আসামি নাবালক হওয়ায় তার জন্য শিশু আইনের একই ধারায় দুটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। আগামী ২৬ জুন ধার্য তারিখে আদালতে চার্জশিট উপস্থাপন করা হবে। চার্জশিটের এবং মামলার নথির তথ্য অনুযায়ী, ১২৫ আসামির মধ্যে বিভিন্ন সময় ৪৭ জন গ্রেপ্তার হন, যদিও বর্তমানে তারা সবাই জামিনে রয়েছেন। এসব আসামির মধ্যে ৪৬ জনই প্রশ্নফাঁসের দায় স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আর চার্জশিটে নাম থাকা ৭৮ আসামি পলাতক রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়েছে।

এ ছাড়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আরও ৮৯ জনের নাম এলেও তাদের নাম-ঠিকানা যাচাই করে ভবিষ্যতে সম্পূরক চার্জশিট দাখিলের অনুমতি চেয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তা। চার্জশিটের বক্তব্য অনুযায়ী, আসামিদের মধ্যে অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও বিভিন্ন চাকরির নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসামি হাফিজুর রহমান, মো. ইব্রাহীম, মোস্তফা কামাল ও আইয়ুব আলী বাঁধন। তারাই প্রশ্নফাঁসের মূলহোতা। তাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনেও উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি মামলা করেছে সিআইডি।

ওই মামলার বিবরণ অনুযায়ী, আসামি হাফিজুর রহমানের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারঘরিয়ায়। তার হিসাব বিবরণী অনুয়ায়ী, ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে ২০১৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাফিজুর প্রায় ৫ কোটি টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করেছেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে উত্তরপত্র সরবরাহ করে তিনি এ সম্পদ অর্জন করেন। এক সময় তিনি একটি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। পরে তাকে ওই ব্যাংক থেকে বরখাস্ত করা হয়।

আসামি ইব্রাহীমের বাড়ি গোপালগঞ্জ সদরের জালালাবাদে। তার হিসাব বিবরণী পরীক্ষা করে দেখা যায়, ২০১৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ৩ জুলাই পর্যন্ত প্রশ্নফাঁসের মাধ্যমে তিনি প্রায় ৪ কোটি টাকা অর্জন করেন। অবৈধ আয়ের অর্থ দিয়ে ইব্রাহীম গাড়ি কেনেন এবং খুলনা ও নড়াইলে জমি কিনে বাড়ি করেন। আসামি মোস্তফা কামালের বাড়ি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার শলী বাজারে। প্রশ্নফাঁসকারী চক্রে জড়িয়ে প্রায় কোটি টাকা অর্জন করেন তিনি।

এরই মধ্যে আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে তিনি স্বীকার করেছেন, ২০১৫-১৭ সালে বিভিন্ন ব্যাংক, সরকারি চাকরি এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার ‘ক’ ও ‘ঘ’ ইউনিটের প্রশ্ন সংগ্রহের পর উত্তর তৈরি করে অর্থের বিনিময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রি করেছেন। আসামি আইয়ুব আলী বাঁধনের বাড়ি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের ধর্মপুরে। তিনিও প্রশ্নফাঁসকারী চক্রে জড়িয়ে প্রায় ৭০ লাখ টাকা অর্জন করেন। তিনিও ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার ‘ক’ ও ‘ঘ’ ইউনিটের প্রশ্ন ও ২০১৭ সালে আরও কয়েকটি ব্যাংকসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সংগ্রহের পর তা পরীক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করেন।

মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন রিমন হোসেন, তাজুল ওরফে মুকুল, রাকিবুল হাসান এছামী ও অলিপ কুমার বিশ্বাস। এদের মধ্যে ছাপাখানা থেকে প্রশ্নফাঁসকারী সিন্ডিকেটের মাস্টারমাইন্ড নাটোরের সাবেক ক্রীড়া কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান এছামী। তার সহযোগী খান বাহাদুর, সাইফুল ইসলাম, সজীব ইসলাম, বনি ইসরাইল, আশরাফুল ইসলাম আরিফ, মারুফ হাসান। ডিজিটাল ডিভাইস জালিয়াত চক্রের হোতা বিকেএসপির বরখাস্ত হওয়া ক্রীড়া কর্মকর্তা অলিপ কুমার বিশ্বাস, ৩৮তম বিসিএসে নন-ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ইব্রাহীম মোল্যা, হাফিজুর রহমান হাফিজ, মাসুদুর রহমান তাজুল, বিএডিসির সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল ও আইয়ুব আলী বাঁধন।

আরও আছেন মহীউদ্দিন রানা, আবদুল্লাহ আল মামুন, ইশরাক হোসেন রাফি, ফারজাদ সোবহান নাফি, আনিন চৌধুরী, নাভিদ আনজুম তনয়, এনামুল হক আকাশ, নাহিদ ইফতেখার, রিফাত হোসেন, বায়েজিদ, ফারদিন আহম্মেদ সাব্বির, তানভি আহম্মেদ, প্রসেনজিৎ দাস, আজিজুল হাকিম, তানভির হাসনাইন, সুজাউর রহমান, রাফসান করিম, আখিনুর রহমান অনিক, কদমতলীর ধনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাহাত ইসলাম, জাহিদ হোসেন, হাজারীবাগ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র আবির ইসলাম নোমান, সুজন, তিতুমীর সরকারি কলেজের অনার্সের ছাত্র আল আমিন, সুফল রায় ওরফে শাওন, সাইদুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী আহসান উল্লাহ ও শেরপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী শাহাদাত হোসেন।

দেশব্যাপী প্রশ্নফাঁসের আলোচিত ঘটনার শুরু ২০১৭ সালের ২০ অক্টোবর। ওইদিন মধ্যরাতে এক গণমাধ্যমকর্মীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি আবাসিক হলে সিআইডি অভিযান চালিয়ে মামুন ও রানা নামে দুই শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরদিন পরীক্ষার হল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রাফি নামে ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থীকে। এর পর ওই দিনই শাহবাগ থানায় মামলা করা হয়।